গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ শাখা
www.mor.gov.bd
১৬ আব্দুল গণি রোড, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা

স্মারক নম্বর: ৫৪.০০.০০০০.০০৮.০৬.০৩৩.১৮.৪৬৬

তারিখ: ২৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৯
১২ ডিসেম্বর ২০২২

বিষয়: **রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার ১ম অংশীজন সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে, গত ০৭ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে অংশীজনের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত ১ম সভার কার্যবিবরণী এতদ্সঙ্গে প্রেরণ করা হলো। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করে বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (হার্ডকপি এবং সফ্ট কপি) আগামী ০৫ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখের মধ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-২ শাখায় প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

১২-১২-২০২২
মোঃ তৌফিক ইমাম
উপসচিব
ফোন: +৮৮০২৪১০৫০২৪৩
ফ্যাক্স: ৭১১৫৫৯৯
ইমেইল: admin2@mor.gov.bd

বিতরণ :
১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে
২) অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়
৩) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (সকল), বাংলাদেশ রেলওয়ে
৪) যুগ্ম সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়
৫) মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে
৬) সরকারী রেল পরিদর্শক, রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর
৭) উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), প্রশাসন-৬ শাখা, রেলপথ মন্ত্রণালয়
৮) সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, রেলপথ মন্ত্রণালয় (কার্যবিবরণীটি ওয়েবসাইটে আপলোডের অনুরোধসহ)
৯) সিএসটিই(টেলিকম), সিএসটিই(টেলিকম)-এর দপ্তর, বাংলাদেশ রেলওয়ে
১০) বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক (ডিআরএম), ঢাকা/পাকশী/ লালমনিরহাট/চট্রগ্রাম, বাংলাদেশ রেলওয়ে
১১) পরিচালক (পার্সনেল/ট্রাফিক), বাংলাদেশ রেলওয়ে
১২) চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী
১৩) চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/ রাজশাহী
১৪) সিনিয়র তথ্য অফিসার, রেলপথ মন্ত্রণালয়
১৫) চেয়ারম্যান, নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলন, ৭০ কাকরাইল,

ঢাকা-১০০০

১৬) চেয়ারম্যান, পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন, বাড়ী-৩১, ১ম লেন, কলাবাগান, ঢাকা-১২০৫

১৭) সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন, ৯/১২ ব্লক-ডি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭

১৮) মীর শাহীন শাহ্, কনসালটেন্ট, জন হপকিন্স, বাসা-৫৬, রোড-১১, বনানী, ঢাকা

১৯) প্রোগ্রাম অফিসার, আইএমবিআরটিএফ প্রকল্প, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা

২০) সাধারণ সম্পাদক, যাত্রী অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ, ১১১-১১৩ অলংকার শপিং কমপ্লেক্স, ৩য় তলা, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম

২১) নির্বাহী পরিচালক, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট (ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট), ১৪/৩/এ জাফরাবাদ, রায়ের বাজার, ঢাকা-১২০৭

২২) রেল গবেষক, উদ্যোগ, টিসিবি ভবন (৮ম তলা), কাওরান বাজার, ঢাকা

২৩) মহাসচিব, বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি, মধ্য সানারপাড়, মুসলিম উদ্দিন বাড়ি, ডেমরা, ঢাকা-১৩৬১

২৪) সাধারণ সম্পাদক, নৌ, সড়ক ও রেলপথ রক্ষা জাতীয় কমিটি, ৫০/১ পুরারা পল্টন লাইন (৩য় তলা), ঢাকা-১০০০

২৫) সভাপতি, মাদকদ্রব্য ও নেশা নিরোধ সংস্থা (মানস), ১৫/এ, গ্রীনস্কয়ার, গ্রীণরোড, ঢাকা-১২০৫

২৬) সভাপতি, নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ ফোরাম, বি/১১০০/৬৭, খিলগাও আবাসিক এলাকা, ঢাকা

২৭) জনাব মহিউদ্দিন রনি, জহুরুল হক হল (রুম নং-১৭৩), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২৮) সালমা মাহবুব, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সোসাইটি ফর দ্যা চেন্জ অ্যান্ড এ্যাডভোকেসি নেক্সাস, বাসা নং-৪০, রোড নং-০৫, ব্লক-ই, বনশ্রী, ঢাকা-১২১৯

স্মারক নম্বর: ৫৪.০০.০০০০.০০৮.০৬.০৩৩.১৮.৪৬৬/১(২)

তারিখ: ২৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৯ / ১২ ডিসেম্বর ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, রেলপথ মন্ত্রণালয়

২) মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তর, রেলপথ মন্ত্রণালয়

১২-১২-২০২২
মোঃ তৌফিক ইমাম
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা
www.mor.gov.bd

বিষয়: রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ১ম অংশীজন সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	ড. মো: হুমায়ুন কবীর সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
তারিখ	:	০৭ ডিসেম্বর ২০২২
সময়	:	সকাল ১০.০০ ঘটিকা
সভার স্থান	:	রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষ (কক্ষ নং-৯৩০)

সভার উপস্থিতিঃ

সভায় মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্ম সচিবগণ, বাংলাদেশ রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাপরিচালকগণ, রেলপুলিশ ও বিভিন্ন পর্যায়ের অংশীজনসহ রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সভার উপস্থিতি **পরিশিষ্ট-'ক' তে** উপস্থাপন করা হলোঃ

২। **আলোচনাঃ**

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন, নিরাপদ, সাশ্রয়ী, দক্ষ ও পরিবেশ বান্ধব রেলওয়ে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সম্ভাব্য সমাধানের ক্ষেত্র নিরূপণে অংশীজন সভার গুরুত্ব অপরিসীম।

২.১। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-২) গত ২৪/০৫/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত অংশীজন সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শোনান এবং কোনো সংশোধনী না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়। উপসচিব (প্রশাসন-২) সর্বশেষ অংশীজন সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন।

২.২। সভায় রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে বর্ণিত তথ্য অধিকার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, সিটিজেন চার্টার এবং শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত কার্যক্রম উপস্থাপন করা হয়। সভাপতি নিয়মিত ওয়েবসাইট ভিজিট করে সেবা গ্রহণ করার জন্য উপস্থিত অংশীজনদের অনুরোধ করেন এবং অন্যদের বিষয়টি অবহিত করার জন্য আহবান জানান।

২.৩। বাংলাদেশ রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) জানান, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে আগামী তিনমাস পদ্মা সেতু রেল লিংক প্রজেক্টের কাজের কারণে ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকবে। তাই এ রুটে রাজস্ব প্রাপ্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মকৌশল এখনও প্রণয়ন করা হয়নি। ট্রেন চলাচল শুরু হলে এই রুটে ৩০ জোড়া ট্রেন এবং একটি ডেমু ট্রেনের চলাচলের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং একটি কার্যকর কর্মকৌশল প্রণয়ন করে বাস্তবায়ন করা হবে। সভাপতি বলেন, আগামী জুন, ২০২৩-এ ঢাকা হতে পদ্মা সেতু হয়ে ভাঙ্গা পর্যন্ত ট্রেন চলাচলের লক্ষ্যে কাজ এগিয়ে চলছে এবং ২০২৪ সালের জুন মাসে ঢাকা থেকে যশোর পর্যন্ত ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। তিনি ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে ট্রেন চলাচল শুরু হলে একটি কার্যকর কর্মকৌশল প্রণয়ন করে টিকিট বিক্রি হতে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরামর্শ দেন।

জনাব আবু নাসের খান, চেয়ারম্যান, পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন (পবা) বলেন, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে সতর্কতার সঙ্গে কর্মকৌশল প্রণয়ন করে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। কি ধরণের সম্পদ ব্যবহার করা হচ্ছে তার বিপরীতে আয় কি হচ্ছে এ সমস্ত বিষয়ে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। বাংলাদেশ রেলওয়ে জনগণকে যেসব সেবা দিচ্ছে তার তথ্য এবং ইতিবাচক বিভিন্ন কর্মকান্ড জনসম্মুখে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সভাপতি বলেন, অনেক সময় দেখা যায় ট্রেনে এসি চেয়ার কোচেও প্রচুর পরিমাণে স্ট্যান্ডিং যাত্রী পরিবহন করা হয়। এতে যাত্রী সেবা ব্যাহত হয়। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) বলেন, ঢাকা-জয়দেবপুর-ঢাকা এই রুটে মূলত স্ট্যান্ডিং যাত্রী প্রচুর পরিমাণে চলাচল করে। প্রতি বগিতে একজন এ্যাটেনডেন্ট এবং একজন ইনচার্জ থাকলে এ বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। কিন্তু বর্তমানে যেখানে আন্ত:নগর ট্রেনগুলোতে ১১০০ এর মতো এ্যাটেনডেন্ট দরকার সেখানে কর্মরত রয়েছে ২৩০/২৪০ জনের মতো।

এছাড়া প্রতিটি ট্রেনে রেলপুলিশের তিন থেকে চার জন সদস্য দায়িত্ব পালন করে। সর্বশেষ অনুমোদিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী এ্যাটেনডেন্ট আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগ দিতে হবে। এই কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা গেলে ট্রেনে স্ট্যান্ডিং যাত্রী নিয়ন্ত্রণ এবং অন্যান্য সেবা প্রদান নিশ্চিত করা যাবে।

যুগ্মসচিব (প্রশাসন) বলেন, যারা বিনা টিকেটে ট্রেনে উঠে অনেক সময় তারা এমন শক্তিশালী হয় যে তাদের বাধা দেয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। যারা টিকিট কেটে উঠবে তারা যেন সিট পায় এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার করতে হবে এবং ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে এক্সেস কন্ট্রোল এর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

জনাব আবু নাসের খান, চেয়ারম্যান (পবা), বলেন ট্রেনে প্রতিদিন যে বিপুল সংখ্যক লোক চলাচল করছে তা যানজট রোধে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। তিনি ১৫দিন, ১ মাস, ৩ মাস মেয়াদে টিকেট দেয়ার বিধান করা এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আরো কার্যকরভাবে টিকেট বিক্রয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য আহবান জানান।

জনাব সালমা মাহবুব, সাধারণ সম্পাদক, বিস্ক্যান বলেন, আমি হুইল চেয়ারে চলাফেরা করি। আমার সংগঠন ২০০৯ সাল থেকে প্রতিবন্ধীদের জীবন মান উন্নয়নে কাজ করছে। ২০১৪ সাল থেকে তারা রেলে প্রতিবন্ধীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিতে কাজ করছেন। তিনি সভায় আমন্ত্রণ জানানোর জন্য সভাপতিকে ধন্যবাদ দেন। তিনি প্লাটফর্মের লেভেল বৃদ্ধি করা, ট্রেনের দরজা সুপরিসর করা, ট্রেনের ভিতরে হুইলচেয়ার নিয়ে বসে থাকার ব্যবস্থা করা, কমলাপুরে ভালো র‍্যাম্পের ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন প্লাটফর্মে লাল এবং হলুদ মার্কিংগুলো প্লাটফর্মের একদম কোনায় না করে একটু দূরুত্ব রেখে করার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি প্রতিবন্ধীদের যুক্ত করে রেলের প্রতিবন্ধীদের সুবিধা নিশ্চিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আহবান জানান।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) বলেন, ২০১৬ সালের পর হতে ক্রয়কৃত ট্রেনের বগিগুলোতে প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি কোচে বেশ কিছু আসন নির্ধারণ করা আছে এবং ট্রেনের ভিতরে হুইলচেয়ার নিয়ে অবস্থান করার জায়গা রাখা আছে।

জনাব মহিউদ্দিন রনি (শিক্ষার্থী), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার বক্তব্যে রেলের চলমান নিয়োগ কার্যক্রম স্বচ্ছতার সঙ্গে সম্পন্ন করার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি TVC তৈরিতে পরিচিত মুখদের ব্যবহার করার আহবান করেন। সিটিজেন চার্টার স্টেশন কেন্দ্রিক না করে সোশাল মিডিয়া এবং ডিজিটাল কনটেন্ট ব্যবহারের মাধ্যমে আরো কার্যকর করার অনুরোধ করেন। এছাড়া 'টিকেট যার ভ্রমণ তার' এটি দ্রুত বাস্তবায়নের অনুরোধ করেন।

এ প্রসঙ্গে সভাপতি আগামী পনেরদিনের মধ্যে 'টিকিট যার ভ্রমণ তার' বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়েকে অনুরোধ করেন।

৩. আলোচ্য বিষয়, বিস্তারিত আলোচনা, গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়ন দায়িত্ব নিম্নরূপ:

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.১	**ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে ট্রেন চলাচলে টিকেট বিক্রি হতে রাজস্ব প্রাপ্তি:** ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে পদ্মা সেতু রেল লিংক প্রজেক্টের কাজের কারণে সাময়িক বন্ধ থাকা ট্রেন চলাচল পুণরায় চালু হলে অধিক সংখ্যক ট্রেন চলাচল এবং টিকেট বিক্রি হতে রাজস্ব প্রাপ্তির বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে পুণরায় ট্রেন চলাচল শুরু হলে অধিক সংখ্যক ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করা এবং টিকেট বিক্রি হতে আরো বেশি রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ে একটি কার্যকর কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করে বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	১.মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২.অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩.২	**সিটিজেন চার্টারে যাত্রী সেবা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বড় বড় স্টেশনে প্রদর্শন:** সভায় জানানো হয়, সিটিজেন চার্টারের যাত্রীসেবা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বড় বড় স্টেশনে প্রদর্শন করা হচ্ছে।	সিটিজেন চার্টারের যাত্রীসেবা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যেসব স্টেশনে প্রদর্শন করা হচ্ছে সেসব স্টেশনের তালিকা এবং প্রদর্শিত তথ্যের ছবি আগামী একমাসের মধ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	১.মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে ২.মহাব্যবস্থাপক পূর্ব/পশ্চিম বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৩.৩	**মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহিত কার্যক্রম:** যাত্রীসাধারণের আরামদায়ক ভ্রমণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে রাজস্ব খাত হতে গৃহীত ৬০ টি রেলষ্টেশনের আধুনিকায়ন কাজ যে সমস্ত স্টেশনে এখনো শেষ হয়নি তা দ্রুত গুণগত মান নিশ্চিত করে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সমাপ্তের জন্য সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	(ক) গুনগত মান নিশ্চিত করে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহিত অবশিষ্ট রেল স্টেশনগুলোর কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। (খ) উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে নতুন করে পুনর্গঠিত তদারকির দায়িত্বপ্রাপ্ত টিমগুলো আগামী এক মাসের মধ্যে কাজ পরিদর্শন করে অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করবেন।	১. মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২. অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো) বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩. উপসচিব বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন-১ শাখা, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩.৪	**রেল স্টেশন ও ট্রেনে ধুমপান বন্ধ, বিনাটিকেটে যাত্রী চলাচল রোধ এবং টিকিট কালোবাজারি প্রতিরোধ কার্যক্রম:** সভায় জানানো হয় সকল রেল ষ্টেশন ও ট্রেনে ধূমপান বন্ধ, বিনা টিকেটে যাত্রী চলাচল রোধ এবং টিকিট কালোবাজারি প্রতিরোধে ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তাগণ আকস্মিকভাবে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করছেন।	সকল রেল ষ্টেশন ও ট্রেনে বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তাগণ ধূমপান রোধ, বিনা টিকিটে যাত্রী চলাচল রোধ এবং টিকিট কালোবাজারি প্রতিরোধে নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে প্রতিবেদন রেলপথ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবেন।	(ক) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। (খ) উপসচিব (প্রশাসন-৬), রেলপথ মন্ত্রণালয়। (গ) ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তাগণ বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩.৫	**'টিকেট যার ভ্রমণ তার' নিশ্চিতে আলোচনা:** সভায় 'টিকেট যার ভ্রমণ তার' বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য বিস্তারিত আলোচনা হয়।	'টিকেট যার ভ্রমণ তার' নিশ্চিতে এনআইডি কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং সহজ-সিনেসিস-ভিনসেন জেভি'র মধ্যে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩.৬	**সুশাসন প্রতিষ্ঠাঃ** সভায় সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়। সভায় জানানো হয়, রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, শুদ্ধাচার কৌশল এবং সিটিজেন চার্টারে বর্ণিত কাজের বাস্তবায়নসহ সংশ্লিষ্ট সেবাবক্স নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।	রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা এবং সিটিজেন চার্টার সংক্রান্ত কার্যক্রম যথানিয়মে বাস্তবায়নসহ সেবাবক্স নিয়মিত হালনাগাদ অব্যাহত রাখতে হবে।	(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। (২) যুগ্মসচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়। (৩) সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪। সভাপতি উপস্থিত অংশীজনদের সভায় অংশগ্রহণ ও মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১১/১২/২০২২

(ড. মো: হুমায়ুন কবীর)
সচিব
রেলপথ মন্ত্রণালয়